গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
সামাজিক নিরাপত্তা অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

**বিষয়: সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে আয়োজিত সভার কার্যবিবরণী।**

| | | |
|---|---|---|
| সভাপতি | : | জনাব মোঃ কামাল হোসেন<br>সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ। |
| সভার তারিখ | : | ০২ মার্চ ২০২১ খ্রিঃ। |
| সময় | : | বেলা ১১:০০ ঘটিকা |
| সভার স্থান | : | ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্ম (Zoom) |

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা: পরিশিষ্ট-ক

সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি উল্লেখ করেন, ২০১৫ সালে প্রণীত জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল বাস্তবায়নের জন্য ২০১৬- ২১ মেয়াদে মন্ত্রণালয় ভিত্তিক সময়াবদ্ধ কর্ম- পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে। পরবর্তী পাঁচ বছরের জন্য নতুন একটি কর্ম- পরিকল্পনা প্রণয়ন করা প্রয়োজন। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি (CMC) আগামী ৩০ মে ২০২১ তারিখের মধ্যে দ্বিতীয় পর্বের কর্ম- পরিকল্পনা প্রণয়ন কার্য সমাপ্ত করার নির্দেশনা প্রদান করেছে। সভাপতি মহোদয় জানান তিনি উক্ত উপকমিটির আহবায়ক এবং যথাসময়ে তিনি তাঁর ওপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পন্ন করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

২। মন্ত্রণালয়/ বিভাগসমূহের কর্ম- পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য একজন যুগ্মসচিব বা তদূর্ধ্ব পর্যায়ের কর্মকর্তা ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন। সভাপতি মহোদয় বলেন ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার দায়িত্ব খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং তাঁদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া যথাসময়ে এ সমন্বিত কর্ম- পরিকল্পনা প্রস্তুত করা সম্ভব হবে না। তিনি ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাবৃন্দকে তাঁদের উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করার জন্য অনুরোধ জানান। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, সকলের ঐকান্তিক সহযোগিতার মাধ্যমে যথা সময়ে কর্ম- পরিকল্পনা প্রণয়ন কাজ সমাপ্ত করে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটির পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করা সম্ভব হবে।

৩। অতঃপর সভাপতি সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কমিটির সদস্য-সচিব জনাব মো: সামসুল আরেফিন- কে অনুরোধ করেন। জনাব আরেফিন সভাকে অবহিত করেন যে, সামাজিক নিরাপত্তা সরকারের অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত উদ্যোগ সমূহের মধ্যে অন্যতম। সুতরাং সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক কার্যক্রম আরও গুরুত্বসহকারে গ্রহণ করা প্রয়োজন। এ বিবেচনায় জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের কর্ম- পরিকল্পনা প্রণয়নে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভায় অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাবৃন্দকে তিনি অনুরোধ জানান। জনাব সামসুল আরেফিন বলেন, প্রথম পর্বের কর্মপরিকল্পনা এ বছর জুন মাসে শেষ হবে। অতি শীঘ্র পরবর্তী পাঁচ বছরের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা প্রয়োজন মর্মে তিনি উল্লেখ

করেন। তিনি বিষয়টি বিস্তারিতভাবে উপস্থাপনের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের যুগ্মসচিব জনাব মোহাম্মদ খালেদ হাসানকে অনুরোধ করেন।

৪। জনাব খালেদ হাসান পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইডের মাধ্যমে তাঁর উপস্থাপনায় উল্লেখ করেন, গত ০৪ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, কর্মপরিকল্পনা উপ-কমিটি আগামী ৩০ মে ২০২১ এর মধ্যে সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল এর দ্বিতীয় পর্বের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন কাজ সমাপ্ত করবে। তিনি বলেন কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রস্তুতি হিসাবে মন্ত্রণালয়সমূহের অংশগ্রহণে এক দফা কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত কর্মশালায় কর্ম-পরিকল্পনার একটি সম্ভাব্য রূপরেখা প্রণয়ন করা হয়েছে। অতঃপর তিনি বলেন, কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল-এর রূপকল্প এবং অভিলক্ষ অনুসরণ করা প্রয়োজন। এর রূপকল্প হচ্ছে - সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধা পাওয়ার উপযোগী সকলের জন্য একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলা, যাতে করে দারিদ্র্য ও বৈষম্য হ্রাসপূর্বক বৃহৎ মানব সম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে সার্বিকভাবে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হয়।

৫। বিষয়টি তিনি বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫ এর সাথে তুলনা করেন। তিনি ব্যাখ্যা করেন সংবিধানের ১৫ অনুচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে, অভাবগ্রস্ত মানুষের জন্য সরকার সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নয়নের চেষ্টা চালাবে। কিন্তু ইতোমধ্যে অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাংলাদেশ যথেষ্ট অগ্রগতি ও সাফল্য অর্জনের পর সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা শক্তিশালী ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের অভিলক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা এমন ভাবে বিন্যাস করতে হবে যাতে তা মানব সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে অবদান রাখতে পারে।

৬। জনাব হাসান তাঁর উপস্থাপনায় আরও বলেন, জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল-এর অভিলক্ষের মূল বিষয় হচ্ছে বিদ্যমান সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার আধুনিকায়ন, বিতরণ ব্যবস্থা উন্নয়ন এবং সর্বোপরি জীবনচক্রভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা বিনির্মাণের ক্ষেত্রে যেসব ঘাটতি রয়েছে তা পূরণের জন্য কর্মসূচি গ্রহণ। এ জন্য বিদ্যমান সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা ঢেলে সাজানোর মাধ্যমে যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটানোর প্রয়োজন নেই। বরং নির্ধারিত কিছু ক্ষেত্রে সংস্কার সাধনমূলক কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করাই যথেষ্ট হবে।

৭। জনাব খালেদ হাসান উল্লেখ করেন যে, বিগত কর্ম-পরিকল্পনায় যেসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত ছিল তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে জীবনচক্র-ভিত্তিক কতিপয় বৃহৎ কর্মসূচি গ্রহণ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্মসূচিসমূহ সমন্বয়, দরিদ্র এবং দারিদ্র্য-নিকটবর্তী মানুষের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা সম্প্রসারণ এবং সর্বোপরি এ ক্ষেত্রে সুশাসন ব্যবস্থা উন্নয়ন। তিনি মতামত ব্যক্ত করেন দ্বিতীয় পর্বের কর্ম-পরিকল্পনায় উপরোক্ত বিষয়ের পাশাপাশি আরও কয়েকটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন, যেমন নগর কেন্দ্রিক সামাজিক নিরাপত্তা, প্রচার কৌশল, প্রতিবন্ধী অন্তর্ভুক্তি, কোভিড-১৯ মোকাবিলা সংক্রান্ত কর্মসূচি ইত্যাদি।

৮। তিনি আরও উল্লেখ করেন আগামী ৩০ মে ২০২১ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন সমাপ্ত করতে হবে মর্মে গত ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২১খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত রয়েছে। সে অনুযায়ী কর্মপরিকল্পনা উপ-কমিটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য একটি সময়সূচি গ্রহণ করেছে। মার্চ মাসের মাঝামাঝি সময়ে সকল মন্ত্রণালয়ের অংশগ্রহণে দ্বিতীয় দফায় কর্মশালা আয়োজন করা হবে। কর্মশালাটি হবে খুবই নিবিড় এবং অংশগ্রহণমূলক। প্রতিদিন একটি বা দু'টি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণকে আমন্ত্রণ জানানো হবে। উক্ত কর্মশালায় প্রতিটি মন্ত্রণালয়ের

কর্মপরিকল্পনার প্রথমিক খসড়া প্রণয়ন সম্পন্ন করা হবে। খসড়া কর্ম-পরিকল্পনাটি মন্ত্রণালয়সমূহ তাদের অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থাসমূহের সঙ্গে আলোচনাক্রমে চূড়ান্ত করে দাপ্তরিকভাবে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে এপ্রিল মাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে প্রেরণ নিশ্চিত করবে।

৯। মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ থেকে প্রাপ্ত কর্মপরিকল্পনাসমূহ সংকলনপূর্বক মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে কর্মপরিকল্পনা উপ-কমিটির পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করা হবে। উপ-কমিটির সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে কর্ম-পরিকল্পনা চূড়ান্ত করে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটির পরবর্তী সভার জন্য প্রস্তুত করা হবে। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে পরিকল্পনাটি সংশোধনপূর্বক এ বছর ডিসেম্বর মাসের মধ্যে মুদ্রণ কার্য সমাপ্ত করে এটি আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হবে। খুব শীঘ্র সভাপতি মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে কর্মশালার আমন্ত্রণপত্র প্রেরণ করা হবে মর্মে তিনি জানান।

১০। উপস্থাপনায় আরও উল্লেখ করা হয় যে, জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল একটি কৌশলগত বিষয়। সুতরাং, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন নীতিমালা এবং পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে এটি প্রস্তুত করা আবশ্যক। এজন্য এর সঙ্গে যেসব সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা জড়িত রয়েছে, সকলের সঙ্গেই সমন্বয়ের প্রয়োজন হবে। তিনি আরোও বলেন, বিশেষ করে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, টেকসই উন্নয়ন অভিলক্ষ ইত্যাদির সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের ব্যবস্থা করা হবে।

১১। অতঃপর সভায় উপস্থিত সদস্যগণ উপস্থাপনার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম হিসেবে কোন কোন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হবে এ সংক্রান্ত আলোচনায় জানা যায় যে, অর্থ বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত এতদ্‌সংক্রান্ত তালিকা অনুসরণ করা সমীচীন হবে। তবে এর বাইরে অন্য কোন কর্মসূচিকে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি হিসেবে গ্রহণ করতে হলে যৌক্তিকতা উল্লেখপূর্বক তা কর্মপরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। অতঃপর সভায় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন সংক্রান্ত আরও বিস্তারিত তথ্য জানতে চাওয়া হলে সভায় বলা হয় মন্ত্রণালয় ও বিভাগগুলোর সঙ্গে অনুষ্ঠিতব্য কর্মশালায় এ বিষয়ে বিস্তারিত জানানো হবে।

**সিদ্ধান্ত:**

১২। অতঃপর বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করা হয়ঃ

১) জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল-এর দ্বিতীয় পর্বের কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে বর্তমান মাসের মাঝামাঝি সময়ে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের ফোকাল পয়েন্ট, বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তার উপস্থিতিতে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হবে। কর্মশালায় অধিদপ্তর বা সংযুক্ত দপ্তরসমূহের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া যেতে পারে। তবে কোভিড-১৯ বিবেচনায় অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা সীমিত রাখার স্বার্থে কিছু সংখ্যক কর্মকর্তাকে ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদান করা যেতে পারে;

২) কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য আয়োজিতব্য কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাগণ তাঁদের স্ব স্ব মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মপরিকল্পনার প্রাথমিক খসড়াসহ উপস্থিত হবেন এবং এ মর্মে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ যথাশীঘ্র একটি পত্র জারি করবে;

৩) দ্বিতীয় পর্বের কর্ম-পরিকল্পনায় জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের রূপকল্প এবং অভিলক্ষ এবং এর সুপারিশসমূহকে প্রধান ভিত্তি হিসাবে বিবেচনা করা হবে। তবে ইতোমধ্যে সরকার

ভিন্নরূপ কোন সিদ্ধান্ত বা নীতিমালা গ্রহণ করে থাকলে তা সতর্কতার সঙ্গে পর্যালোচনাপূর্বক কর্ম-পরিকল্পনায় প্রতিফলিত করা যেতে পারে;

৪) মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ তাদের অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থাসমূহের সঙ্গে আলোচনাক্রমে স্ব স্ব কর্ম-পরিকল্পনা চূড়ান্ত করে দাপ্তরিকভাবে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে এপ্রিল মাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে প্রেরণ নিশ্চিত করবে। মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ থেকে প্রাপ্ত কর্মপরিকল্পনাসমূহ সংকলনপূর্বক মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে কর্ম-পরিকল্পনা উপ-কমিটির পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করা হবে;

৫) জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল-এর কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কৌশলপত্র, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের অগ্রাধিকার নীতিমালা ইত্যাদির সঙ্গে যথাসম্ভব সমন্বয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

৬) দ্বিতীয় পর্বের কর্মপরিকল্পনায় নগর কেন্দ্রিক সামাজিক নিরাপত্তা, প্রচারণা কৌশল, প্রতিবন্ধী অন্তর্ভুক্তি এবং কোভিড-১৯ মোকাবেলা সংক্রান্ত কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এছাড়াও; এতে বিদ্যমান বৃহৎ কর্মসূচিসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ সংযোজন করা হবে। এছাড়াও মন্ত্রণালয় বিভাগের অধীনস্থ দপ্তর এবং সংস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ উপস্থাপন করা যেতে পারে;

৭) সংকলিত কর্ম-পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি'র অনুমোদন সাপেক্ষে ডিসেম্বর ২০২১-এর মধ্যে মুদ্রণপূর্বক তা আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধনের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

৮) কর্ম-পরিকল্পনা উপকমিটির অন্যান্য সিদ্ধান্ত যথাযভাবে অনুসরণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হল।

১৩। পরিশেষে আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কার্যক্রম সমাপ্ত করেন।

০৩/৩/২০২১

মোঃ কামাল হোসেন
সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ